মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ২ অক্টোবর ২০১৮

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের জন্য সচেষ্ট থাকে।

২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রচন্ড রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতি মাসে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও এই রিপোর্টে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই শুধুমাত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৮ ..... ৪

ভূমিকা ৫

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন: বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন ৭

অবাধে মামলা দায়ের ও গণগ্রেফতার ৭

সভা-সমাবেশে ও মিছিলে বাধা এবং হামলা ১০

নির্বাচন কমিশন ও আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিতর্কিত ইভিএম আনার প্রচেষ্টা এবং গোয়েন্দা তৎপরতা ১৪

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ১৫

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ১৯

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও খালেদা জিয়ার বিচার ২১

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ২৩

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ২৩

গুম ২৫

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দমনপীড়ন, নির্যাতন ও জবাবদিহিতার অভাব ২৮

কারাগার পরিস্থিতি ৩১

গণপিটুনি ৩২

শ্রমিকদের অধিকার ৩২

নারীর প্রতি সহিংসতা ৩২

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩৪

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ৩৫

ভারত সরকারের আগ্রাসন ৩৫

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা ৩৬

সুপারিশ ৩৮

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৮

১ জানুয়ারি - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮*												
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরণ			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাস্ট	সেপ্টেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৮	৬	১৭	২৮	১৪৯	৫০	৬৯	২৪	৩৫	৩৯৬
	গুলিতে নিহত		১	১	০	০	০	০	০	০	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	২	০	০	০	১	৫
	মোট		১৯	৭	১৮	২৯	১৫১	৫০	৬৯	২৪	৩৬	৪০৩
গুম			৬	১	৫	২	১	৩	৫	৫	৩০	৫৮
কারাগারে মৃত্যু			৬	৫	৯	৭	৮	৫	৭	৪	২	৫৩
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	১	০	০	০	০	১	০	১	৫
	বাংলাদেশী আহত		৩	৫	১	২	০	১	০	১	৭	২০
	বাংলাদেশী অপহৃত		২	০	০	৩	৪	০	০	০	১	১০
	মোট		৭	৬	১	৫	৪	১	১	১	৯	৩৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১২	৬	১	২	৩	১	৩	১২	১	৪১
	লাঞ্ছিত		১	৩	৩	০	০	০	০	১০	১	১৮
	হুমকির সম্মুখীন		২	১	৩	০	১	১	০	১	০	৯
	মোট		১৫	১০	৭	২	৪	২	৩	২৩	২	৬৮
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৯	৫	৯	১১	১৩	২	৩	২	৪	৫৮
	আহত		৬১৯	৪২৪	৩৩৫	৪২৮	২৯৭	১৫৩	২১৬	২৫২	২৬১	২৯৮৫
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১২	১৬	১৫	২১	১২	৬	১০	১৪	১৬	১২২
ধর্ষণ			৪৬	৭৮	৬৭	৬৯	৫৮	৪৮	৫৯	৫৫	৪৮	৫২৮
যৌন হয়রানীর শিকার			১৫	১৪	২৫	২৪	১৯	৬	১১	৮	১৬	১৩৮
এসিড সহিংসতা			২	১	৩	৪	২	০	৫	৬	১	২৪
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৫	৬	৮	২	৫	২	৪	৩	৬	৪১
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	১	০	১	০	০	০	০	২
		আহত	২০	০	৪০	০	৩৫	২৭	১০	০	১	১৩৩
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৯	১১	৭	৮	১৮	৭	৪	৬	৫	৭৫
		আহত	৮	৪	০	৩	৪	৩	৯	০	৬	৩৭
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)- এ গ্রেফতার **			২	১	০	০	৩	০	২	২৭	৩	৩৮

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার, গুজব ছড়ানো ও সরকার বিরোধী" পোস্ট দেয়ার কারণে ২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

ভূমিকা

১. এই প্রতিবেদনে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে আলোকপাত করা হয়েছে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনসহ বাকস্বাধীনতা হরণ, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র প্রহসনমূলক নির্বাচনের[১] মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতামূলক সরকারের অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু সব রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি। কারণ আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়নের মাধ্যমে মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘিত করে নির্বাচনী মাঠে একচ্ছত্র প্রধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। এরকম পরিস্থিতিতে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট, বাম গণতান্ত্রিক জোট, যুক্তফ্রন্ট ও গণফোরামসহ অন্যান্য দল ও জোট সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার কর্মসূচীতে বিএনপিসহ অন্যান্য দল অংশ নিয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও সরকারের আজ্ঞাবহ বর্তমান নির্বাচন কমিশন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের ব্যাপারে সমস্ত বিরোধীদলের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করছে এবং ইভিএম ব্যবহারে সরকারের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বিপুল অর্থ ব্যয় করে সরকার দ্রুত ইভিএম কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা ছাড়াই আসন্ন নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করবে এরকম সরকারি কর্মচারি ও শিক্ষকদের রাজনৈতিক পরিচয় এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা।[২] কিন্তু এই ব্যাপারে কমিশন কোন প্রকার আপত্তি জানায়নি।

২. সেপ্টেম্বর মাসেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারা নিয়ে সমস্ত মহলের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে সরকার তা জাতীয় সংসদে পাশ করেছে। গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে

[১] আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি প্রহসন মূলক ছিল । এই নির্বাচনে ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

[২] মানবজমিন ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=136006&cat=2/

এটা প্রয়োগ করা হবে বলে মনে করেন মানবাধিকার ও সাংবাদিকদের সংগঠনগুলো। এই আইনে পরোয়ানা ছাড়াই তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেফতারের ক্ষমতা পুলিশকে দেয়া হয়েছে যা অপব্যবহারের আশংকা রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার বিষয়গুলোকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত করে যেভাবে আরও কঠোর এবং অধিকতর শাস্তির বিধানসহ রাখা হয়েছে, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সাংবিধানিক সুরক্ষার সুস্পষ্ট লংঘন।[৩]

৩. সেপ্টেম্বর মাসে সংবাদমাধ্যমের ওপর চাপ অব্যাহত ছিল এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। সরকার বিভিন্নভাবে বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং কারাগারে আটক গুরুতর অসুস্থ বিরোধীদলীয় নেত্রী বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার[৪] বিচারের জন্য কারাগারে আদালত স্থাপন করা হয়েছে। নিরাপদ সড়কের দাবিতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা যে আন্দোলন করেছিলেন তার জের ধরে ৫ সেপ্টেম্বর পুলিশ ৩৮ জন ছাত্রকে আটক করে। এরমধ্যে ১২ জন ছাত্রকে আটক রেখে বাকিদের ছেড়ে দেয়া হয়। ছেড়ে দেয়া শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ করেছেন তাঁদের স্বজনরা। ১০ সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির করার আগ পর্যন্ত এই ১২ জন শিক্ষার্থীকে পাঁচ দিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে বেআইনিভাবে আটক রাখা হয় বলে তাদের স্বজনরা অভিযোগ করেন।

৪. 'মাদকবিরোধী' অভিযানের নামে গত ১৫ মে ২০১৮ থেকে শুরু হওয়া বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সেপ্টেম্বর মাসেও অব্যাহত ছিল এবং এখন পর্যন্ত এই অভিযানে ২৪৮ ব্যক্তিকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার অভিযোগ আছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা যে গুমের শিকার হতে পারেন বলে আশংকা করা হয়েছিল তা বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে। গুমের শিকার হওয়ার পর এই সময় কয়েকজনের লাশও পাওয়া গেছে। অন্যান্য মাসের মতো এই মাসেও হেফাজতে নির্যাতন, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে এবং গণপিটুনীতে মানুষ হত্যাও পরিলক্ষিত হয়েছে।

৫. এই মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস, যৌন হয়রানি এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

৬. মানবাধিকার এবং সংবাদ মাধ্যম কর্মীরা সরকারী নজরদারীর আওতায় রয়েছেন এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ রয়েছে।

৭. বাংলাদেশের প্রতি ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফের অনুপ্রবেশ ও হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে।

---

[৩] প্রথম আলো, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[৪] তিনবারের নারী প্রধানমন্ত্রী

৮. মিয়ানমারের রাখাইনে গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কৌশুলীরা মিয়ানমারের মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত গণহত্যার অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছেন।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন: বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন

অবাধে মামলা দায়ের ও গণগ্রেফতার

৯. ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধীদলের নেতাকর্মী এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর বর্তমান সরকারের দমনপীড়ন আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে সারাদেশে বিরোধীদল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং তাঁদের বাসায় বাসায় তল্লাশি ও ভাঙচুরসহ গণগ্রেফতার চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে জেলা পর্যায়ের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মী রয়েছেন। বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা সাধারণ সভা করলে বা একসঙ্গে কোথাও বসে আলোচনা করলেও তাঁদের সেখান থেকে "নাশকতার পরিকল্পনার" অভিযোগে গ্রেফতার করা হচ্ছে। সরকারের এই দমননীতির কারণে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা বাড়িঘর ছেড়ে আত্মগোপন করে আছেন। ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির শান্তিপূর্ণ জনসভায় বহু লোক সমাগমের পর থেকে সরকার তাঁদের ওপর ব্যাপকভাবে মামলা দায়ের শুরু করে। ঢাকার বিভিন্ন থানায় নাশকতা ও বিস্ফোরক আইনে বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও শতশত অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিএনপির প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে বিএনপি নেতাকর্মীদের অভিযুক্ত করে ৩,৭৩৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে এজাহার নামীয় জ্ঞাত আসামীর সংখ্যা ৭৯,৪০০ জন এবং অজ্ঞাতনামা আসামী রয়েছেন ২৩৩,৭৩০ জন। গ্রেফতার করা হয়েছে ৩,৬৯০ জনকে।[৫] মামলায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে পরবর্তীতে যে কোন ব্যক্তিকে এই মামলায় গ্রেফতার করার বহু উদাহরণ রয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে। গ্রেফতারের পর তাঁদের ব্যাপারে দফায় দফায় রিমান্ড চাওয়া হলে আদালতও রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। এটি প্রতিষ্ঠিত যে, পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণ করার কারণে আটককৃতদের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কাউকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নেয়ার বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

[৫] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা[৬] প্রণয়ন করে দিয়েছে, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা মানছে না। এই সংক্রান্ত অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

১০. গত ১ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জে রেললাইন উড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে "নাশকতামূলক হামলার পরিকল্পনা" করার অভিযোগে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের ৩৫ জন নেতাকর্মী এবং ১৫ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়।[৭] গত ৩ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে "নাশকতার পরিকল্পনা" করার অভিযোগে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের ৩৫ জন নেতাকর্মী এবং ২২ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়।[৮] গত ৪ সেপ্টেম্বর কারাগারে আটক বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্বাচনী এলাকা ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও পরশুরামে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের ৩২০ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে "বিস্ফোরক ও নাশকতার পরিকল্পনার" অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়।[৯] রাজধানীর পল্টন থানায় দায়ের করা মামলায় ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য তরিকুল ইসলামকে আসামী করা হয়েছে। ৫ সেপ্টেম্বর কামরাঙ্গীরচর থানায় দায়ের করা ককটেল বিস্ফোরণ ও গাড়ী ভাংচুরের অভিযোগে মামলায় বিএনপি নেতা নুরুল ইসলামকে আসামী করা হয়েছে; অথচ নুরুল ইসলাম গত ৩১ অগাস্ট মারা গেছেন। চকবাজার থানায় ৫ সেপ্টেম্বর দায়ের করা মামলায় বিএনপি নেতা আজিজুল্লাহকে আসামী করা হয়েছে। অথচ ২০১৬ সালের মে মাসে আজিজুল্লাহ মারা গেছেন।[১০] ঢাকার রাজারবাগ ইউনিট বিএনপির সভাপতি মিন্টু কুমার দাস ২০০৭ সালের ২৩ জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কিডনি রোগের চিকিৎসাকালীন সময়ে মারা যান; অথচ ২০১৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পল্টন থানার এসআই জাহিদুল ইসলাম বাদি হয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা সড়ক অবরোধ করে যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়ার যে মামলা দায়ের করেন, মিন্টু কুমার দাস এর ২৬ নম্বর আসামী।[১১] ৭ সেপ্টেম্বর বগুড়ার ধুনট থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের করা মামলায়

[৬] ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রনয়ন করে দেন।[6]

[৭] মানবজমিন, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=133515&cat=9/

[৮] যুগান্তর, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/86764/

[৯] নয়াদিগন্ত, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/last-page/346360/

[১০] যুগান্তর, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/90451/

[১১] মানবজমিন, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=136007&cat=2/

৮৬ বছরের প্যারালাইসিসে আক্রান্ত শয্যাশায়ী আব্দুল খালেককে আসামী করা হয়েছে; মামলায় তাঁর বয়স উল্লেখ করা হয় ৩৮ বছর।[১২]

বগুড়ার ধুনট থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের করা মামলায় ৮৬ বছরের প্যারালাইসিস হয়ে শয্যাশায়ী আব্দুল খালেক। ছবি: মানবজমিন, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

১১. গত ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিএনপিকে ২২টি শর্ত[১৩] মেনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জনসভা করার অনুমতি দিলেও জনসভার আগের দিন পুলিশ সারাদেশে অভিযান চালিয়ে বিএনপির অনেক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে।[১৪] বিএনপি'র জনসভাকে কেন্দ্র করে ৩০ সেপ্টেম্বর পুলিশ ভোর থেকে গাবতলী, সিদ্ধিরগঞ্জসহ ঢাকার প্রবেশ মুখগুলোতে তল্লাশী চৌকি বসিয়ে ঢাকাগামী সব বাসে তল্লাশী চালায়।[১৫] জনসভায় যোগদানের জন্য ঢাকায় আসার সময় ঢাকা জেলার সাভারের বিরুলিয়া ব্রিজের কাছে গাড়ি থামিয়ে পুলিশ ১৩ জন বিএনপির নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। বিভিন্ন দমন-পীড়নের পরও জনসভায় বিএনপির নেতাকর্মীরা অংশ নেন। জনসভায় অংশ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ২৫০ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে বিএনপি দাবি করেছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মজিবুর রহমানও রয়েছেন। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল রহমানকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও পুলিশের পক্ষ থেকে তা অস্বীকার করা হয়েছে।[১৬]

---

[১২] মানবজমিন, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=135304&cat=3/

[১৩] ২২ টি শর্তের ৩ নম্বর শর্ত উসকানিমূলক কোনও বক্তব্য প্রদান বা প্রচারপত্র বিলি করা যাবে না। উসকানিমূলক শব্দটি সজ্ঞায়িত না করায় যে কোন বক্তব্যকে এটার মধ্যে ফেলা যেতে পারে। http://www.banglatribune.com/national/news/369483/

[১৪] নয়াদিগন্ত ১ অক্টোবর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/last-page/353410/

[১৫] প্রথম আলো ১ অক্টোবর ২০১৮

[১৬] নয়াদিগন্ত ১ অক্টোবর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/last-page/353410/

জনসভায় যাওয়ার পথে বিএনপি কর্মীকে পুলিশ শাহবাগ এলাকা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ছবি: ডেইলি স্টার, ১ অক্টোবর ২০১৮

সভা-সমাবেশে ও মিছিলে বাধা এবং হামলা

১২. শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ-মিছিলে বাধা ও হামলা বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭[১৭] এবং বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ২১[১৮] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন হলেও তা ব্যাপকভাবে চলছে এবং সেপ্টেম্বর মাসে তা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আসন্ন নির্বাচনের আগে বিরোধীদলগুলো যাতে সভা-সমাবেশ করে সংগঠিত হতে না পারে এর জন্য সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আওয়ামী লীগ ও তার সহয়োগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে এবং সেগুলোতে হামলা করে পণ্ড করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অথচ এইসব ঘটনার জন্য উল্টো বিএনপির নেতাকর্মীদের অভিযুক্ত করে মামলা দয়ের করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সমাবেশের মধ্যে থেকে সাদা পোশাকে পুলিশ বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করেছে। অন্যদিকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের নির্বাচনী প্রচার অভিযান ও শোভাযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখিত শোভাযাত্রায় মোটর সাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি সরকারি কর্মকর্তারা[১৯] এই ধরনের নির্বাচনী শোভাযাত্রায় উপস্থিত থাকছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

---

[১৭] জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

[১৮] শান্তিপূর্ণ সামাবেশের অধিকার স্বীকার করতে হবে। এ অধিকার প্রয়োগের ওপর আইনসম্মত ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জননিরাপত্তা, জনশৃংখলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা, অথবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের স্বার্থে যা আবশ্যক তা ছাড়া যেরূপ অবশ্য প্রয়োজন সেরূপ ব্যতীত কোন বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না।

[১৯] ফরিদপুর -২ আসনের সংসদ সদ্য জাতীয় সংসদের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী গত ১২ সেপ্টেম্বর একটি নির্বাচনী শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। শোভাযাত্রায় ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল পাশা, নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা শুভ উপস্থিত ছিলেন। তথ্য সুত্র- প্রথম আলো ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮

এছাড়া বিভিন্ন সমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপি নেতাকর্মীদের প্রাণনাশ করাসহ নানা রকমের হুমকি[২০] দিচ্ছেন। অনেক ঘটনার মধ্যে নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

১৩. গত ১ সেপ্টেম্বর নওগাঁ জেলার আত্রাইয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে পুলিশ বাধা দেয় এবং নেতাকর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। পুলিশ এই ঘটনায় উল্টো বিএনপির ৩০ জন নেতাকর্মী এবং ৪০০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। গত ১ সেপ্টেম্বর শরিয়তপুরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান চলাকালে সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালালে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় বিএনপিদলীয় সাবেক এমপি শফিকুর রহমান কিরনসহ বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের ৭৯ জন নেতাকর্মীকে আসামি করে পালং মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় ২০০-২৫০ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।[২১]

১৪. গত ১০ সেপ্টেম্বর কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা ও মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত বিএনপির শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন চলাকালে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে সাদা পোশাকের পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রমনা, শাহবাগ, পল্টন ও মতিঝিল থানার বিভিন্ন মামলায় ৫৩ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।[২২] একই দাবিতে গত ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় গাজীপুর শহরে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ যানবাহন ভাংচুরের অভিযোগে মামলা করে। এই মামলায় গাজীপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী সাইয়েদুল আলমকে আসামী করা হয়েছে। অথচ সাইয়েদুল আলম তাঁর ছেলের চিকিৎসার জন্য এই দিন সকাল ৮টায় সিঙ্গাপুরে চলে যান।[২৩]

---

[২০] ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পোড়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম এক সভায় বলেন, ঘোরামারায় কিছু বিএনপি আছে, তোমাদের বলে দিলাম, সাতদিন তোমাদের টাইম। সারেন্ডার না করলে (অশ্রাব্য ভাষায় গালি) পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেবে। এক এক করে ইউনিয়ন বিএনপির নেতা-কর্মীকে পিটাইতে হইবে। সঙ্গে থাকবে প্রশাসন। এই সময় পুলিশকেও তিনি হুমকি দেন। মানবজমিন, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=135305&cat=3/

[২১] নয়াদিগন্ত, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/last-page/346082/

[২২] প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[২৩] প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1557205/

খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপি আয়োজিত মানববন্ধন থেকে গ্রেফতারকৃতদের ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয়। ছবিঃ প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮

১৫. গত ১৫ সেপ্টেম্বর ড. কামাল হেসেন এর নেতৃত্বে নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবিতে গঠিত জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে দেয়ার কথা থাকলেও অনুমতি না দেয়ায় তা সেখানে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এই ব্যাপারে ঐক্য প্রক্রিয়ার নেতা ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল - জেএসডির সভাপতি আসম আব্দুর রব বলেন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সংবাদ সম্মেলন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু পুলিশ তাঁদের শহীদ মিনারে যেতে বাধা দেয় এবং পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়।[২৪]

যুক্তফ্রন্ট ও জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার কর্মসূচিতে হাতে হাত ধরে ড. কামাল হোসেনসহ অন্যান্য নেতারা। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[২৪] যুগান্তর, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/90791/

১৬. গত ২০ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতাকর্মীরা নির্বাচন কমিশন ঘেরাও এর উদ্দেশ্যে রওনা হলে ঢাকার কাওরান বাজার ট্রাফিক সিগন্যালের সামনে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। এই সময় বাধা অতিক্রম করে তাঁরা এগিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে জোটের সমন্বয়ক বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা রাজেকুজ্জামান রতন, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম ও নারী সেলের সদস্য লুনা নূরসহ অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। তাঁদের সবাইকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠনো হয়।[২৫] একই দিনে সাতক্ষীরা জেলা শহরে বাম গণতান্ত্রিক জোটের মিছিল জেলা নির্বাচন অফিস অভিমুখে রওনা হলে পুলিশ মিছিলে বাধা দেয় এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) জেলা নেতা এডভোকেট খগেন্দ্র নাথ ঘোষ ও প্রশান্ত রায় এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের জেলা নেতা নিত্যানন্দ সরকারকে গ্রেফতার করে তাঁদের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হয়।[২৬]

নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করতে যাওয়ার পথে কারওয়ান বাজার এলাকায় পুলিশের লাঠিপেটার শিকার গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকিসহ নেতাকর্মীরা। ছবিঃ যুগান্তর, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

১৭. বর্তমান সরকারের অধীনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়ার কোন সম্ভবনাই যে নেই তা তাদের দমনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই প্রকাশিত হচ্ছে। একটি নিরপেক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যাপারে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মতপ্রকাশ করলেও সরকার তা

[২৫] ইত্তেফাক, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮, http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/2018/09/21/302189.html
[২৬] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

আমলে নিচ্ছে না এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এই সংক্রান্ত সংলাপের বিষয়টিও তারা প্রত্যাখান করে আসছে।

নির্বাচন কমিশন ও আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিতর্কিত ইভিএম আনার প্রচেষ্টা এবং গোয়েন্দা তৎপরতা

১৮. চলতি বছরের ডিসেম্বরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার মূল দায়িত্ব কেএম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্তমান সরকার বিরোধীদলের ওপর দমনপীড়নসহ বিভিন্ন ধরনের অপতৎপরতা চলাচ্ছে। অথচ এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন নিশ্চুপ। আসন্ন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে বেশি তৎপর থাকতে দেখা যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে বিএনপিসহ বেশিরভাগ বিরোধীদল নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের বিপক্ষে মত দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তাদের সমমনা কয়েকটি দল ইভিএমে ভোট গ্রহণের পক্ষে মত দেয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত উপেক্ষা করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের ব্যাপারে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর সরকার এক্সিকিউটিভ কমিটি অব ন্যাশনাল ইকোনোমিক কাউন্সিল (একনেক) এর সভায় দেড় লাখ ইভিএম কেনার জন্য ৩,৮২৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন দিয়েছে।[২৭]

১৯. ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা এবং সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশন কোনো চিঠি বা নির্দেশনা না দিলেও অগাস্ট মাস থেকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো উল্লেখিত তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে। সেপ্টেম্বর মাসেই তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে। জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন সংস্থা এই কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কোন অনুমোদন ছাড়া সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করলে তার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবস্থান নেয়া উচিত ছিল নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু নির্বাচন কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে এই ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা চায়নি কিংবা এই ধরনের কার্যক্রম বন্ধের জন্যও

[২৭] নয়াদিগন্ত, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/350334/

কোন নির্দেশনা দেয়নি।[২৮] সুনামগঞ্জ জেলায় কর্মরত সরকারি একাধিক কর্মকর্তা জানান, গত মাসে তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করেছে সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা। অতীতে তাঁরা কোনো রাজনৈতিকদলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কি-না, এমনকি তাঁদের পরিবারের কোনো সদস্য রাজনীতিতে সম্পৃক্ত কি-না, সেই দলের নাম, পদসহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে প্রশাসনে রদবদলের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শিক্ষকদের নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিস্তারিত তথ্যগুলো অপব্যবহারের সম্ভবনা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশে ৪০,১৯৯টি কেন্দ্র হবে। তারমধ্যে বুথ হবে ২ লাখ ৬০ হাজার ৫৪০টি। প্রতি কেন্দ্রে একজন প্রিজাইডিং অফিসার, প্রতি বুথে একজন সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার এবং দুইজন পোলিং অফিসার থাকার কথা। সব মিলিয়ে নির্বাচনে ৮ লক্ষাধিক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন বলে জানা গেছে। এর একটা বড় অংশই হচ্ছেন সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক।[২৯]

২০. উল্লেখ্য, ক্ষমতাসীনদলের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্যের কারণে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ইতিমধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন আগের নির্বাচন কমিশনের মতো বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জাল ভোট দেয়া, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়াসহ ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়ম ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে।

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

২১. বর্তমানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিকদলের নেতাকর্মী শুধু নয় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনরত নাগরিকদের ওপরও সহিংস আচরণ করাসহ তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সরকার দেশে এক ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

২২. অগাস্ট মাসে নিরাপদ সড়কের দাবিতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করে। এই ঘটনায় পুলিশ অনেক শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন পেশার নাগরিককে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন চালায়। এছাড়া রাস্তায় বহু শিক্ষার্থী পুলিশ ও সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের হামলার শিকার হন। যাত্রী কল্যাণ সমিতি নামে

[২৮] মানবজমিন, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=136006&cat=2/
[২৯] মানবজমিন, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=136006&cat=2/

একটি সংগঠন, যারা নিয়মিত সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান দেয়াসহ সড়ক দুর্ঘটনা রোধে বিভিন্ন প্রচারাভিযানমূলক কার্যক্রম ও সমাবেশ করে থাকে- এই সংস্থার মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরীকে গত ৪ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ দুলাল নামে এক পরিবহন শ্রমিকের দায়ের করা চাঁদাবাজির মামলায় মিরপুর থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। যদিও মামলার বাদী মোহাম্মদ দুলাল বলেছেন, মোজাম্মেলকে তিনি চেনেনই না। নতুন একটি পরিবহন কোম্পানি খোলার কথা বলে মালিক-শ্রমিক-ঐক্য পরিষদের মিরপুর শাখার দুই নেতা টাইপ করা একটি কাগজে তাঁর স্বাক্ষর নেন। পুলিশের করা এজাহারে দুলালের ভুল ঠিকানা দেয়া হয়।[৩০] এর পরপরই কাফরুল থানায় দায়ের করা বিস্ফোরক আইনের মামলায় পুলিশ মোজাম্মেল হককে গ্রেফতারের জন্য আদালতে আবেদন করে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকার মহানগর হাকিমের আদালত মোজাম্মেল হককে জামিন দিলেও কাফরুল থানার মামলায় তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।[৩১] গত ১৩ সেপ্টেম্বর বিস্ফোরক আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখানোর বিষয়ে পুলিশের আবেদন আদালত নাকচ করলে মোজাম্মেল হক কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।[৩২] কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ২০১৩ সালের রাজনৈতিক সহিংসতার সময় পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের সংগঠন সরকারের প্রিয়ভাজন হয় এবং তাদের কথায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সভা থেকে যাত্রী কল্যাণ সমিতিকে বাদ দেয়া হয়। রিমান্ডে মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাদন ফকির তাঁকে ভয়ভীতি দেখান ও নিরাপদ সড়কের বিষয়ে গণমাধ্যমে তথ্য দেয়ায় ওসি দাদন ফকির তাঁর বিরুদ্ধে ৪০টি মামলা দেয়ারও হুমকি দেন।[৩৩]

২৩.ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারা[৩৪] সহ বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ৫৭ ধারাটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলেও সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন ধরনের মন্তব্য লেখা, এমনকি এই সংক্রান্ত পোস্ট 'লাইক' দেয়ার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা ঘটেছে।

---

[৩০] প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[৩১] প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[৩২] নয়া দিগন্ত, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[৩৩] প্রথম আলো, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[৩৪] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনে[৩৪] র বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৪. *অধিকার* এর তথ্যমতে, সেপ্টেম্বর মাসে ৩ ব্যক্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে ।

২৫. গত ২৩ জুলাই ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে 'কটুক্তি' করার অভিযোগে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা ইফতেখার উদ্দিন চট্টগ্রামের হাটহাজারি থানায় মাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন।[৩৫] গত ৬ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টের বিভাগের হাইকোর্টের বিচারপতি ইনায়েতুর রহীম ও মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের দ্বৈত বেঞ্চ মাইদুল ইসলামকে আট সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়ে তাঁকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার আদেশ দেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর মাইদুল ইসলাম চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেনের আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে আদালত তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করে।[৩৬]

২৬. প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে ফেসবুকে 'কটুক্তি' শেয়ার করার অভিযোগে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড গাজীপুর জোনাল অফিসের সহকারী প্রকৌশলী আখেরুজ্জামানকে পুলিশ গত ২৬ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) এস আই শফিকুল ইসলাম গাজীপুর সদর থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করেছেন।[৩৭]

২৭. সাংবাদিক, মানবাধিকার সংগঠন ও বিভিন্ন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও গত ১৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ পাশ হয়েছে।[৩৮] এই আইনটি চুড়ান্ত করার আগে নাগরিক সমাজ যে মতামত দিয়েছিল তা উপেক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্পাদক পরিষদ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তার একটিও গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে।[৩৯] এই আইন পাশ করায় দেশের জাতীয় পত্রিকার সম্পাদকদের প্রতিষ্ঠান সম্পাদক পরিষদ বিস্ময়, হতাশা ও দুঃখ প্রকাশ করে।[৪০] আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে তাড়াহুড়ো করেই সংসদীয় কমিটিতে আইনটি পাশ করা হয়েছে বলে মনে করে সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো। এই বিলে স্বাক্ষর না করার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ফেডারেল

[৩৫] সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এবার ৫৭ ধারায় মামলা/ প্রথম আলো, ২৫ জুলাই ২০১৮
[৩৬] মানবজমিন ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=137150&cat=3/
[৩৭] নয়াদিগন্ত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/more-news/352312/
[৩৮] যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/92399/
[৩৯] মানবজমিন, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=135653&cat=2/
[৪০] প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1557844/

সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফউইজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)সহ ১২টি সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতারা।[৪১] সব থেকে বিতর্কিত ৩২ ধারাটি তথ্য অধিকার আইনের পরিপন্থী। এই ধারায় বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি অফিশিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্টের আওতাভুক্ত অপরাধ- কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওর্য়াক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংঘটন করেন বা করতে সহায়তা করেন তা হলে তিনি অনাধিক ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এই ধারার অধীনে অনুসন্ধানী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন তৈরির কর্মকাণ্ড প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করবে। এই আইনের ৮, ২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১ ধারা প্রচলিত ফৌজদারি দণ্ডবিধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার বিষয়গুলোকে এই আইনের চারটি ধারায় (২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১ ধারা) বিন্যস্ত করা হয়েছে। এসব ধারায় বিভক্ত করে যেভাবে আরও কঠোর এবং অধিকতর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, তা সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী ও মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, মুক্তচিন্তা, বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লংঘন।[৪২] এছাড়া ৪৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে- যদি একজন পুলিশ কর্মকর্তা মনে করেন, এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে অথবা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অপরাধটি করা হয়েছে অথবা এই ধরনের অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা রয়েছে অথবা সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে- তবে পুলিশ যেকোনো স্থানে বা ব্যক্তিকে তল্লাশী করতে পারবে। এছাড়াও কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেছে বা করছে বলে সন্দেহ হলে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারবে। এরফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নাগরিকদের ব্যাপকভাবে হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

২৮.সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যেমন দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে বন্ধ করে রেখেছে। বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। অনেক সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিক সরকারের চাপে সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এরপরও নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ পাশ হওয়ার ফলে স্বাধীন সাংবাদিকতা ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। এছাড়া কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা করছে সরকারদলীয় সমর্থকরা। কিন্তু হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জের ধরেও সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

[৪১] মানবজমিন, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=136622&cat=3/
[৪২] প্রথম আলো, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

২৯. সুনামগঞ্জের ছাতকে ট্রাফিক পুলিশের চাঁদাবাজি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় গত ৩ সেপ্টেম্বর ছাতক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ছাতক প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও যুগান্তরের প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন রনিকে গ্রেফতার করে।[৪৩]

রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়ন

৩০.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৪ জন নিহত ও ২৬১ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ১৭টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২ জন নিহত ও ২২৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া পাহাড়ী সংগঠন ইউপিডিএফ'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২ জন নিহত হয়েছেন।

৩১. বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগসহ এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা। তারা ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়নসহ বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য এবং দখল, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নারীদের ওপর সহিংসতার মত ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। দেশে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা না থাকায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই ধরণের দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দায়মুক্তি ভোগ করছে। বরাবরের মত এরা নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণেও সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং তাদের আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে।

৩২.গত ১৩ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ফয়েজ উল্লাহ ফয়েজের নেতৃত্বে কলেমনখালী বাজারে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলে না যাওয়ায় ফয়েজ উল্লাহ ফয়েজের অনুসারীরা পণ্ডিতপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য সৌরভ, সঞ্জয়, দেবব্রত ও সমরেশকে মারধর করে।[৪৪]

৩৩. গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ীতে তানোর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রব্বানী আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন লাভের জন্য জিপ ও মোটর সাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনে কর্মীদের নিয়ে শোডাউন করেন। এই সময় বর্তমান আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরীর সমর্থক আওয়ামী লীগ সমর্থিত

[৪৩] নয়াদিগন্ত, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://www.enayadiganta.com/news.php?nid=431278
[৪৪] ইত্তেফাক, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/2018/09/15/300926.html

ছাত্রলীগের গোদাগাড়ী শাখার সাধারণ সম্পাদক আরব আলীর নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকরা তাদের ওপর হামলা চালায় এবং মোটর সাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন ভাংচুর করেন। এই ঘটনায় ১৩ জন আহত হয়েছেন।[৪৫]

৩৪. গত ১৯ সেপ্টেম্বর কমিটি নিয়ে বিরোধের জের ধরে চট্টগ্রাম কলেজে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পুলিশের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছোঁড়ে ও হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।[৪৬]

চট্টগ্রামের হাজী মহসীন কলেজে পুলিশের সামনেই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছাত্রলীগের একাংশের মহড়া। ছবিঃ যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

৩৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক ওমর ফারুক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এহসান রফিকের কাছ থেকে একটি ক্যালকুলেটার নেয়ার পরে এহসান রফিক তা ফেরত চাইলে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখার নেতা-কর্মীরা এহসান রফিককে ডেকে নিয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী হিসেবে স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য চাপ দেয় এবং বেদম মারপিট করলে তাঁর বাম চোখের কর্নিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৪৭] এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগের (উর্দু বিভাগের মেহেদী হাসান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের রুহুল আমিন বেপারী, দর্শন বিভাগের আহসান উল্লাহ, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সামিউল হক, লোক প্রশাসন বিভাগের ফারদিন আহমেদসহ আরো দুজন) সাত নেতাকর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিস্কার করলেও তাঁদের মধ্যে পাঁচজনই হলে থাকছে। এমনকি এই ঘটনায় আজীবন বহিষ্কৃত ওমর ফারুকও হলে থাকছে।

[৪৫] প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮
[৪৬] প্রথম আলো, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮
[৪৭] ঢাবি শিক্ষার্থীকে মেরে রক্তাক্ত করল ছাত্রলীগ/ যুগান্তর ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/15397/

মারাত্মক আহত এহসান রফিক দেশে ও ভারতে চিকিৎসা নেন এবং তাঁর চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর তিনি সুস্থ হয়ে নিরাপত্তাহীনতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হল পরিবর্তনের আবেদন করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা করতে অপারগতা জানায়। তাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে না এসে অগাস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে দেশ ছেড়ে মালয়েশিয়ায় একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চলে যান।[৪৮]

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও খালেদা জিয়ার বিচার

৩৬. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ করার জোড়ালো অভিযোগ উঠেছে। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে জয়ী হয়ে ২০০৯ এর জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই হস্তক্ষেপ শুরু হয় এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার পর তা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে। এর ধারাবাহিকতায় ষোড়শ সংশোধনী[৪৯] কে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রেখে আপিল বিভাগের দেয়া রায়ে দেশের রাজনীতির অতীত ও বর্তমান নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ ও মতামত[৫০] প্রদান করায় ও নিম্ন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃংখলা বিধিমালা নিয়ে সরকারের সঙ্গে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়ায় তাঁকে জোরপূর্বক বিদেশে পাঠানো এবং পরবর্তীতে বিদেশে অবস্থানকালে তাঁকে পদত্যাগ করানোর অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি সাবেক এই প্রধান বিচারপতি বিদেশে অবস্থান করে 'অ্যা ব্রোকেন ড্রিম: স্ট্যাটাস অব রুল অব ল', হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' নামে একটি বই লিখলে বিবিসি বাংলা তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেয়। এই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,"তাঁকে যখন কমপ্লিটলি হাউজ অ্যারেস্ট করা হলো, তখন বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন ডাক্তারকে প্রতিদিন তাঁর কাছে পাঠানো হতো তাঁকে অসুস্থ দেখানোর জন্য। সরকারের একটি এজেন্সির ভীতি প্রদর্শন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি হুমকির কারণে তিনি দেশ ছাড়েন এবং বিদেশ থেকে পদত্যাগ পত্র জমা দেন"।[৫১] গত ২৯ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে সুরেন্দ্র কুমার সিনহা তার লেখা বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে বলেন,"বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রের তিন নম্বর ব্যক্তি। সেই প্রধান বিচারপতি

[৪৮] প্রথম আলো ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[৪৯] ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিল পাশ হলে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পরিবর্তে সংসদের হাতে ন্যস্ত হয়। গত ৫ মে ২০১৬ হাইকোর্ট বিভাগ ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করলে সরকার ৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এই রায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে আপিল বিভাগে রিট করলে গত ৩ জুলাই ২০১৭ আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রাখে।

[৫০] রায়ের পর্যবেক্ষণের এক জায়গায় প্রধান বিচারপতি বলেন 'মানবাধিকার ঝুঁকিতে, দুর্নীতি অনিয়ন্ত্রিত, সংসদ অকার্যকর, কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত'।

[৫১] নয়াদিগন্ত, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/350577

যেখানে ন্যায় বিচার পান না সেখানে খালেদা জিয়া বা অন্যরা ন্যায় বিচার কিভাবে পাবেন? আর এই মুহূর্তে আমি দেশে গেলে আমাকে হত্যা করা হবে। আমার জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, যেহেতু দেশে কোন আইন নাই বিচার বিভাগ স্বাধীর নয়। বিচার বিভাগের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে"।[৫২] উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো প্রধান বিচারপতিকে এভাবে জোরপূর্বক পদত্যাগ করানোর ঘটনা এটাই প্রথম। এই পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগের ওপরে নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য ও হস্তক্ষেপমুক্ত একটি পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন দেশের ছয়জন বিশিষ্ট আইনজীবী। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির প্রতি এই ধরণের আচরণের কারণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্যাপক সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা পরিচালনা ও রায় দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে জনমনে প্রবল সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায়[৫৩] গত ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানসহ ৫ জনকে দশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেন বিশেষ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান।[৫৪] সাজা হওয়ার পর থেকে খালেদা জিয়াকে পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে (বর্তমানে পরিত্যক্ত) আটক রাখা হয়েছে। খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা তাঁকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। তিয়াত্তর বছর বয়স্ক এই সাবেক প্রধানমন্ত্রী কারাগারে গুরুতর অসুস্থ বলে তাঁর দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এবং এজন্য অবিলম্বে তাঁকে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করতে তাঁর চিকিৎসকরা কারাকর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করলেও সরকার তাঁকে সেখানে পাঠায়নি।[৫৫] খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মোট ৩৪টি[৫৬] মামলা রয়েছে। এর মধ্যে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার বিচার পুরান ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে স্থাপিত বিশেষ আদালতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। খালেদা জিয়া কারাবন্দি অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে এই মামলায় হাজির হতে পারেননি। এরপর গত ৪ সেপ্টেম্বর আইন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিত্যক্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশাসনিক ভবনের ৭ নম্বর কক্ষটিকে অস্থায়ী আদালত হিসেবে

[৫২] নয়াদিগন্ত, ১ অক্টোবর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/last-page/353466

[৫৩] ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষনা করেন বিশেষ আদালতের বিচারক ড. মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। এই মামলাটি ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুদক দায়ের করে। তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও ছয়টি দুর্নীতি বা চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলাগুলো আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালে হাইকোর্ট থেকে বাতিল বা খারিজ হয়ে যায় বা মামলার বাদী মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নেয়।

[৫৪] আরও ৪ মামলায় গ্রেফতার খালেদা জিয়া: জামিন বিলম্বের আশঙ্কা/ যুগান্তর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/16981/

[৫৫] ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের ধারণা, 'মাইল্ড স্ট্রোক' হয়েছে খালেদা জিয়ার, অবিলম্বে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ/ যুগান্তর ১০ জুন ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/58265/

[৫৬] ডেইলি স্টার, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/backpage/34-cases-against-khaleda-zia-bnp-chairperson-bangladesh-1531510

ঘোষণা করে। গত ৫ সেপ্টেম্বর কারাগারের ভেতরে স্থাপিত কারাগারে খালেদা জিয়া হাজির হয়ে আদালতের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি আর আদালতে আসতে পারবনা । কারণ, আমি অসুস্থ। বাঁ পা নাড়াতে পারছিনা। বিচারক যতদিন ইচ্ছা সাজা দিতে পারেন। সাজাই তো হবে, ন্যায়বিচার নাই এখানে"।[৫৭] গত ২০ সেপ্টেম্বর পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত বিশেষ অস্থায়ী আদালতে খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতেই জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার বিচার চলবে বলে আদেশ দিয়েছেন বিচারক মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। ফৌজদারি আইনের ৫৪০ ধারায় আসামীর অনুপস্থিতিতেই আদালতের বিচার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সরকার পক্ষের আবেদন মঞ্জুর করে তিনি এই আদেশ দেন।[৫৮] কারাগারে আদালত স্থাপন করে বিচার করা সংবিধান লংঘন। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫(৩) এ বলা আছে "ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন"।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৩৭. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন, তথাকথিত 'জঙ্গি' দমন, 'মাদকবিরোধী' অভিযানসহ বিভিন্ন অজুহাতে অথবা কোন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল অপরাধীকে আড়াল করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে।

৩৮. গত ১৫ মে ২০১৮ থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযানের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক রূপ নেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত এই 'অল আউট যুদ্ধ' চলবে।[৫৯] মাদকবিরোধী অভিযানের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দাবি নিহতরা সবাই মাদক ব্যবসায়ী। কিন্তু এই অভিযানের সময়ে তথাকথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহতদের পরিবারগুলোর অনেক সদস্য অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের স্বজনদের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর

[৫৭] প্রথম আলো, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[৫৮] নয়াদিগন্ত, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/350910/

[৫৯] বিডিনিউজ ২৪ ডট কম, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://bangla.bdnews24.com/ctg/article1536247.bdnews

পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয় এবং নিহত ব্যক্তিরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনার (সিএমপি) মোহাম্মদ মাহাবুবর রহমান গত ৪ সেপ্টেম্বর এক সভায় বলেন, "মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের সুরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখে। এই অস্ত্র উদ্ধারে যেভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা যাচ্ছে তাতে অনেক মাদক ব্যবসায়ীর 'জীবন চলে যাচ্ছে'। আমি মনে করি এ ছাড়া কোনো গতি নাই। জীবনহানি হতে হবে শান্তির জন্য। শান্তির জন্য আমরা অশান্তি চিরতরে দমন করব। তারা যদি অস্ত্র দিয়ে আমাদের মোকাবেলা করে, আমাদের অধিকার আছে অস্ত্র ব্যবহার করার। আমরা সেভাবে এগোচ্ছি"।[৬০]

৩৯. *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির এই বিপজ্জনক অবনতির জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উচ্চ পদধারী ব্যক্তিদের এই ধরনের বক্তব্য এবং সেই লক্ষ্যে অভিযান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বারবার অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্মমভাবে দমন করার কাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪০. গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে শরীয়তপুরে পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' সুমন পাহাড় (২৫) নামে এক যুবক নিহত হন। পুলিশের দাবি, গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে কয়েক ব্যক্তি মাদক বিক্রির টাকা ভাগাভাগি করছে এমন সংবাদ পেয়ে শরীয়তপুর পালং থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ সেখানে অভিযান চালালে মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি চালালে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পাল্টা গুলি ছুঁড়লে মাদক ব্যবসায়রা পালিয়ে যায়। সেখানে আহত অবস্থায় পড়ে থাকা সুমনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। কিন্তু নিহত সুমনের ভাই রাজন পাহাড় জানান, ৩১ অগাস্ট সুমনসহ তাঁদের গ্রামের আরও দুইজনকে গোয়েন্দা পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। অন্য দুজনকে আদালতে পাঠানো হলেও সুমনের কোনো সন্ধান তাঁরা পাচ্ছিলেন না। সুমনের সন্ধানে তাঁরা অনেকবার পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু পুলিশ কিছুই জানে না বলে তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[৬১]

৪১. সেপ্টেম্বর মাসে মোট ৩৬ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে র‍্যাবের হাতে ১৪ জন, পুলিশের হাতে ২১ এবং ডিবি পুলিশের হাতে ১ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৩৫ জন 'ক্রসফায়ারে' এবং ১ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

[৬০] বিডিনিউজ ২৪ ডট কম, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://bangla.bdnews24.com/ctg/article1536247.bdnews
[৬১] প্রথম আলো ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=8&edcode=71&pagedate=2018-09-05

৪২. গত ১৫ মে থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাদকবিরোধী অভিযানের নামে ২৪৮ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুম

৪৩. সেপ্টেম্বর মাসে ৩০ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ২৬ জনকে পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে, ৩ জনের লাশ পাওয়া গেছে ও ১ জনের এখনো পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৪৪. এই সরকারের আমলে ২০০৯ সাল থেকে গুমের ব্যাপকতা চলছে, যা এখনও উদ্বেগজনকভাবে অব্যাহত আছে। গুমের কয়েকটি ঘটনা বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদনে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করেছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে। এই ঘটনাগুলো নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৯[৬২] ও ১৬[৬৩] এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১[৬৪], ৩২[৬৫] ও ৩৩[৬৬] অনুচ্ছেদের চরম লঙ্ঘন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মীকে গুম করা হয়, যাঁদের মধ্যে

---

[৬২] প্রত্যেককের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। কাইকে খেয়াল-খুশিমত আটক অথবা গ্রেফতার করা যাবে না। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট কারণ ও আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতীত কাউকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

[৬৩] আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার থাকিবে

[৬৪] আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

[৬৫] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৬৬] (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা

(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নির্বতনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

অনেকেই এখনো ফিরে আসেননি।[৬৭] একইভাবে ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ, বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা গুম হতে পারেন বলে আশংকা করা হচ্ছে।

৪৫. গত ১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা আনুমানিক ৮:৩০টায় ঢাকায় শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে শিক্ষানবিস আইনজীবী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এর সভাপতি শফিউল আলম ও তাঁর ভাই বেসরকারী চাকরিজীবী মনিরুল আলম, তাঁদের বন্ধু বেসরকারি চাকরিজীবী মোহাম্মদ আবুল হায়াত, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী শফিউল্লাহ এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র মোশারফ হোসাইন মা'য়াজকে গোয়েন্দা পুলিশের পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে গেছে বলে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেন তাঁদের স্বজনরা। সংবাদ সম্মেলনে শফিউল আলম ও মনিরুল আলমের মা রমিছা খানম বলেন, হজ্ব পালন শেষে হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে বাড়ি ফেরার জন্য সন্তানদের নিয়ে মাইক্রোবাসে উঠলে হঠাৎ করে একদল অপরিচিত লোক তাঁর দুই ছেলেকে টানাহেঁচড়া শুরু করে। এই সময় তাঁদের চিৎকারে আশে পাশের লোকজন এবং বিমানবন্দরে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা এগিয়ে আসেন। তখন তারা নিজেদের ডিবির লোক বলে পরিচয় দেয় এবং পরিচয়পত্র দেখালে পুলিশ ও এগিয়ে আসা লোকজন চলে যায়। এরপর তারা তাঁর দুই ছেলেকে এবং তাদের সঙ্গে থাকা মনিরুল আলমের বন্ধু আবুল হায়াতকে তুলে নিয়ে যায়। পরে তাঁর ছেলে শফিউলকে নিয়ে সেদিন গভীর রাতে যাত্রাবাড়ীর মীরহাজীরবাগ মেসে অভিযান চালায় এবং সেখানে অবস্থানকারী শফিউলের রুমমেট শফিউল্লাহ এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র মোশারফ হোসাইন মা'য়াজকেও তুলে নিয়ে যায়। গত কয়েকদিন ধরে তারা বিভিন্ন থানা, ডিবি কার্যালয়ে গিয়ে যোগাযোগ করলেও তারা এই পাঁচজনের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে।[৬৮] গত ২৭ সেপ্টেম্বর পুলিশ এই পাঁচ জনকে ঢাকার ওয়ারী থানায় বিস্ফোরক আইনে করা মামলায় আদালতে হাজির করা হয়।[৬৯]

[৬৭] ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই তাঁরা গুম হয়েছেন। এই সব ক্ষেত্রে স্পষ্টতই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকার বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে।

[৬৮] নয়াদিগন্ত, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/last-page/349461// যুগান্তর, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/90803/

[৬৯] নয়াদিগন্ত, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/352627

নিখোঁজ সন্তানদের সন্ধান দাবিতে পরিবারের সদস্যদের সংবাদ সম্মেলন। নিচে নিখোঁজ পাঁচজন। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

৪৬. গত ১৪ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার আলমপুর এলাকার একটি সেতুর নিচ থেকে মোহাম্মদ সোহাগ ভুইয়া, নূর হোসেন বাবু ও শিমুল আজাদ নামে তিন ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায়। গত ১৩ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ থেকে বাসে করে ঢাকায় ফেরার পথে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে তাদের তুলে নেয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। শিমুল আজাদের ছোট ভাই শাহ আলম জানান, তাঁর ভাইসহ বাকি দুইজন ১০ সেপ্টেম্বর তাঁদের বাসায় যান। ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁর বাবা আবদুল মান্নান তাঁদের ঢাকাগামী পূর্বাশা পরিবহনে তুলে দেন। কিন্তু পরদিনও তাঁরা ঢাকায় না পৌঁছলে পূর্বাশা পরিবহনের কাউন্টারে যোগাযোগ করা হলে এর তত্ত্বাবধায়কের বরাত দিয়ে জানানো হয় যে, বাসটি দৌলদিয়া-পাটুরিয়া ঘাট পার হয়ে পাটুরিয়া প্রান্তে এলে দুটি মাইক্রোবাস বাসটিকে ব্যারিকেড দেয়। এই সময় সাদা পোশাকে ১৫-২০ জন লোক নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয় দিয়ে বাস থেকে তাঁদের তুলে নিয়ে যায়।[৭০]

[৭০] প্রথম আলো, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

সোহাগ ভূঁইয়া এবং নুর হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হলে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনেরা। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

৪৭. গত ১৫ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মশিউর রহমান রনিকে রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টায় গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে রাজধানী ঢাকার পল্টন এলাকা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। মশিউর রহমান রনির ভাই মজনু রহমান রানা জানান, রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টায় তাঁর মোবাইল ফোনে অজ্ঞাত নাম্বার থেকে একটি ফোন আসে। তাঁকে বলা হয় রনিকে একটি কালো রংয়ের মাইক্রোবাসে ৮/১০ জন লোক ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তুলে নিয়ে গেছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর মশিউর রহমান রনিকে অস্ত্র ও গুলিসহ গ্রেফতার দেখিয়ে নারায়ণগঞ্জ আদালতে হাজির করে পুলিশ।[৭১]

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দমনপীড়ন, নির্যাতন ও জবাবদিহিতার অভাব

৪৮.সরকার পুলিশ এবং র‍্যাবকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমন করার কাজে ব্যবহার করার ফলে এইসব সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বিশেষ করে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে

[৭১] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাদিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে আইন অমান্য করে আটকে রাখা, পায়ে গুলি, মিথ্যা মামলা দায়ের ও তাদের গ্রেফতার করে নির্যাতন এবং হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৪৯. গত ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার মহাখালী, তেজকুনিপাড়া ও বিজি প্রেস এলাকা থেকে কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৩৮জন শিক্ষার্থীকে তুলে নিয়ে যায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। আটকের পর পুলিশ শিক্ষার্থীদের তেজগাঁও থানায় নেয়া হচ্ছে বলে অভিভাবকদের জানায়। কিন্তু অভিভাবকরা তেজগাঁও থানা এবং তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় যোগাযোগ করলে শিক্ষার্থীদের ডিবি অফিসে রাখা হয়েছে বলে তাঁদের জানানো হয়। তখন অভিভাবকরা মিন্টু রোডে অবস্থিত গোয়েন্দা পুলিশের অফিসে যোগাযোগ করলে তাঁদের এ ব্যাপারে কোন তথ্য দেয়া হয়নি।[৭২] গত ৬ সেপ্টেম্বর আটককৃতদের মধ্যে ২৬ জনকে ছেড়ে দেয়া হলেও আটকে রাখা হয় ১২ জনকে। যাঁদের ছেড়ে দেয়া হয় তাঁদের উদ্বৃতি দিয়ে তাঁদের অভিভাবকরা বলেন, সবাইকে ডিবি কার্যালয়ে নির্যাতন করা হয়েছে এবং কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলন সর্ম্পকে তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। একজন অভিভাবক জানান, তাঁর ছেলের হাত দুটি পিছমোড়া করে বেঁধে মারধর করা হয়েছে।[৭৩] গত ৯ সেপ্টেম্বর ১২ জন আটক ছাত্রের অভিভাবকরা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, চারদিন ধরে তাঁরা গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ের সামনে তাঁদের সন্তানদের ব্যাপারে জানার জন্য অপেক্ষা করেছেন।[৭৪] দেশের প্রচলিত আইনে ২৪ ঘন্টার বেশি কাউকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে আটকে রাখার বিধান না থাকলেও তা উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের ৫ দিন ধরে আটক রাখা হয়েছিল।[৭৫] অবশেষে গত ১০ সেপ্টেম্বর ১২ শিক্ষার্থীকে সরকারি কাজে বাধা দেয়ার মামলায় পুলিশ আদালতে হাজির করলে আদালত শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসবাদের জন্য দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।[৭৬]

[৭২] নয়াদিগন্ত, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://m.dailynayadiganta.com/detail/news/347916
[৭৩] প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮
[৭৪] মানবজমিন, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=134793&cat=2/
[৭৫] প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮
[৭৬] প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1557057

১২ শিক্ষার্থীকে ডিবিতে আটকে রাখার অভিযোগ । ছবিঃ প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার মামলায় ১২ শিক্ষার্থীকে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয়। ছবিঃ প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

৫০.গত ১০ সেপ্টেম্বর রাত ৯ টায় গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুরের নোয়াগাঁও এলাকায় হাতে তৈরি বোমা হামলা ও মোটর সাইকেল পোড়ানোর ঘটনায় ১১ সেপ্টেম্বর শ্রীপুর থানার এসআই আবদুল মালেক একটি মামলা দায়ের করেন এবং স্থানীয় ৬ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে এই মামলায় গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ঘটনাস্থলের আশেপাশের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন চা-বিস্কুট বিক্রেতা জানান, ঘটনাস্থল বা তার আশেপাশে পুলিশের ওপর হাতবোমা নিক্ষেপের কোন ঘটনা তাঁরা দেখেননি। তবে একটি মোটর সাইকেল পুড়ে যাবার ঘটনা তাঁরা দেখেছেন। এই সময় মোটর সাইকেলটির কাছাকাছি পুলিশের কয়েকটি গাড়ি দেখেছেন তাঁরা। পুলিশ ঘটনাস্থলের কাছে কাউকে আসতে দেয়নি। পরে একজনের কাছ থেকে কাগজে সই নিয়েছে পুলিশ।[৭৭]

[৭৭] যুগান্তর, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/89807/

৫১. নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁওয়ের চার কিশোর আবু নাঈম, ইমন, সাকিব ও শান্ত ২০১৮ সালের ২২ মে রাত ৮:৩০টায় পাশ্ববর্তী দারিয়াকান্দি গ্রামে যাবার সময় সোনারগাঁও থানার এসআই আবদুল হক শিকদার তাঁদের আটক করার পর ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে ৪ লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা দিতে না পারায় এসআই আবদুল হক আটককৃত আবু নাঈম ও ইমনের ডান হাঁটুতে শটগান ঠেকিয়ে গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপর দুই কিশোর সাকিব ও শান্তকে আদালতে পাঠানো হয়। এরপর এসআই আবদুল হক শিকদার তাঁদের বিরুদ্ধে সোনারগাঁও থানায় দুটি মামলা দায়ের করে। এই মামলায় চার কিশোর তিন মাস জেল খেটে জামিনে মুক্তি পান। গুলিবিদ্ধ দুই কিশোর আবু নাঈম ও ইমন খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় পরিবার তাঁদের চিকিৎসার ব্যয়বহন করতে পারছে না। ঘটনাটি মে মাসে ঘটলেও সেপ্টেম্বর মাসে তা প্রকাশিত হওয়ায় *অধিকার* এর সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা হলো।[৭৮]

পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্কুলছাত্র ইমন। ছবিঃ যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

কারাগার পরিস্থিতি

৫২. *অধিকার* এর তথ্য মতে সেপ্টেম্বর মাসে ২ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৫৩. বর্তমান সরকারের সময় বিরোধী রাজনৈতিকদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার জন্য গ্রেফতার অভিযান চালানোর ফলে কারাগারে সব সময়ই অতিরিক্ত বন্দি রয়েছে। সারাদেশে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৩৬ হাজার ৬১৪ জন। কিন্তু ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্দি আছে ৮৯ হাজার ৬৮২ জন।[৭৯] এছাড়া কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

[৭৮] যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/city/92418/
[৭৯] https://www.prison.gov.bd/profile/prison-directorate

গণপিটুনি

৫৪. ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপিটুনিতে ৬ জন নিহত হয়েছেন। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়া, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি অবিশ্বাস ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে দেশে অপরাধী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে।

শ্রমিকদের অধিকার

৫৫. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা ঘটেই চলেছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসেও শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও বন্ধ কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ী এলাকায় এন টি কে সি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। [৮০]

৫৬. গত ১৩ সেপ্টেম্বর গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। উল্লেখ্য সর্বশেষ ২০১৩ সালে দেশে পোশাক শিল্পের মজুরি কাঠামো পর্যালোচনা করার পর ওই বছরের ডিসেম্বর থেকে ন্যূনতম মজুরি ৫ হাজার ৩ শত টাকা নির্ধারণ করা হয়। শ্রম আইন অনুযায়ী পাঁচ বছর পরপর মজুরি কাঠামো পর্যালোচনা করতে হবে। গত কয়েক বছর ধরেই শ্রমিক সংগঠনগুলো ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা দাবি করে আসছিলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত জানুয়ারিতে নতুন মজুরি নির্ধারণে বোর্ড গঠন করে সরকার এবং ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা করার ঘোষণা দেয়। সরকারের ঘোষিত পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা প্রত্যাখান করে এর প্রতিবাদে গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনগুলো মিছিল সমাবেশ করেছে।[৮১]

৫৭. *অধিকার* এর তথ্যমতে, সেপ্টেম্বর মাসে ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করার সময় ৫ জন নির্মাণ শ্রমিক নিহত ও ৬ জন হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ২ জন নির্মাণ শ্রমিক ও ৪ জন অটোমোবাইল কারখানার শ্রমিক।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৮. সেপ্টেম্বর মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শিশু ধর্ষণের ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা

[৮০] প্রথম আলো, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[৮১] ইত্তেফাক, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/2018/09/15/300921.html

সহিংসতার শিকার নারীদের পক্ষে দাঁড়ায়নি। এমনকি শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত গণধর্ষণের মত ঘটনাতে মামলা না নিয়ে ধর্ষকের সঙ্গেই সমঝোতা করিয়ে দিয়েছে পুলিশ। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার বিষয়টি হতাশাজনক।[৮২] গণপরিবহনগুলোতেও নারীরা ব্যাপকভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন অথচ এর কোন প্রতিকার নেই। এছাড়া বাল্য বিয়ে সহায়ক ১৯ ধারাটি এখনও 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭'তে সংযুক্ত আছে। ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে বিশেষত: মেয়ে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দিয়েছে আইনের এই বিশেষ ১৯ ধারা।

৫৯.সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১৬ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

৬০.ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়ায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুখী আক্তার (১৪)কে সাব্বির আহমেদ নামে এক তরুণ প্রায়ই প্রেম নিবেদনসহ বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করায় গত ২০ সেপ্টেম্বর সুখী আক্তার আত্মহত্যা করেন।[৮৩]

৬১.সেপ্টেম্বর মাসে ১৬ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১১ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ও ৫ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এইসময়ে চার মাসের একজন কন্যা সন্তানকেও তাঁর মায়ের সঙ্গে হত্যা করা হয়েছে।

৬২.সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় আসমানী নামে এক গৃহবধুকে তাঁর স্বামী রুবেল ও শ্বশুর-শাশুড়ী যৌতুকের টাকার জন্য মারধর করতো। রুবেল মোটরসাইকেল কেনার জন্য আসমানীর বাবার কাছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দাবী করে। গত ২ সেপ্টেম্বর দাবিকৃত টাকা না পেয়ে আসমানীকে তাঁর স্বামী রুবেল ও শ্বশুর-শাশুড়ি পিটিয়ে হত্যা করে।[৮৪]

৬৩. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে মোট ৪৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১২ জন নারী ও ৩৬ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১২ জন নারীর মধ্যে ৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ও ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৬ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে ১১ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

---

[৮২] নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা,যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়ের হওয়া ৭ হাজার ৮৬৪ টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে।

[৮৩] মানবজমিন ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=136736&cat=9/

[৮৪] নিউ এজ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.newagebd.net/print/article/49820

৬৪.গত ২ সেপ্টেম্বর নরসিংদী সদর উপজেলার নজরপুর ইউনিয়নে চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রী বাড়ি ফেরার পথে সাদ্দাম (২৫), সজিব (২২) ও ফরহাদ (২৩) নামে তিন যুবক ঐ ছাত্রীকে তুলে নিয়ে মেঘনা নদীতে একটি নৌকায় উঠিয়ে ধর্ষণ করে। খবর পেয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য মোস্তফা ও মেয়েটির স্বজনরা মেয়েটিকে উদ্ধার করে। পরে ইউপি সদস্য মোস্তফা শালিস ডেকে অভিযুক্ত তিনজনকে দেড় লক্ষ টাকা করে জরিমানা করেন। একই সঙ্গে মামলা না করার জন্য মেয়েটির পরিবারের সদস্যদের নির্দেশ দেন। কিন্তু সময়মতো জরিমানার টাকা না দিলে গত ৫ সেপ্টেম্বর মেয়েটির পরিবার নরসিংদী সদর থানা পুলিশের কাছে যায়। অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত না করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দুজ্জামান ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) সালাউদ্দিন ৫ লক্ষ টাকায় গণধর্ষণের ঘটনাটি সমঝোতা করে দেয়।[৮৫]

৬৫. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে ১ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৬৬. সরকার *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য চার বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে।[৮৬] মানবাধিকার কর্মী যাঁরা বর্তমানের নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতেও সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা নজরদারীসহ বিভিন্নভাবে হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছেন।

[৮৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2018/09/07/358505

[৮৬] ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলামের সমাবেশে হামলা চালিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যদের পরিচয়ে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে আদিলুর রহমান খান এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়, যাঁরা এখন জামিনে আছেন। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র

ভারত সরকারের আগ্রাসন

৬৭. বাংলাদেশের ওপর আগ্রাসনের অভিপ্রায়ে ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৮৭] ২০১৪ এর প্রতারনামূলক নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে ভারত তোষণ নীতি আরো প্রকট হয়েছে এবং ভারতীয় আগ্রাসন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য সেদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যেগুলোতে পরিবহনের জন্য একটি পাঁচ বছরের চুক্তির খসড়া অনুমোদন দিয়েছে। প্রস্তাবিত চুক্তিতে কয়েকটি রুটের কথা বলা হয়েছে।[৮৮] ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের বন্দর ও অবকাঠামো ব্যবহারের কারণে ভারত ব্যাপকভাবে উপকৃত হলেও এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কী ধরনের লাভ হতে পারে তার কোন পরিষ্কার ধারণাই দেয়নি বাংলাদেশ সরকার। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই অসমভাবে বাংলাদেশ থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করে আসছে। ভারত প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ভারত মাত্র ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে মাশুল প্রদান করছে) ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে।[৮৯] এছাড়া ভারতের কোম্পানি রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিয়েছে।[৯০] ভারত কর্তৃক গজলডোবা বাঁধের মাধ্যমে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের কারণে তিস্তা পারের হাজার হাজার মানুষ বিপদের মধ্যে রয়েছেন। বাংলাদেশের পানির অধিকার আদায়ের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী হলেও ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি সম্পাদন করেনি।[৯১] এছাড়া ভারতের

---

[৮৭] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত এবং অকার্যকর সংসদ গঠনে ভূমিকা পালন করেছে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[৮৮] নয়াদিগন্ত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/350033/

[৮৯] Transit gets operational /দি ডেইলি স্টার/১৪ জুন ২০১৬/ http://www.thedailystar.net/backpage/transit-gets-operational-1239373

[৯০] Unesco calls for shelving Rampal project /প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://en.prothom-alo.com/environment/news/122299/Unesco-calls-for-shelving-Rampal-project

[৯১] উজান-ভাটি দুদিকেই ক্ষতি করছে ফারাক্কা বাঁধ/বিবিসি, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.bbc.com/bengali/news-37244367

বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হচ্ছে এবং ভারত সরকার তাঁদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করতে পারে বলে ভারতের ক্ষমতাসীন দলের উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন নেতার বক্তব্যের কারণে আশংকা তৈরি হয়েছে।[৯২]

৬৮. ভারতের আধিপত্য বিস্তারের নানামুখী তৎপরতার পাশাপশি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৬৯. *অধিকার* এর তথ্যমতে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র দ্বারা ১ জন গুলিতে নিহত, ৭ জন গুলিতে আহত এবং ১ জন অপহৃত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৭০. গত ১৯ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় বায়েক ইউনিয়নের মাদলা গোপীনগর ২০৪৮ পিলারের কাছে কয়েকজন বাংলাদেশী কৃষক গরু চড়াতে যান। এই সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে একটি গরু নিয়ে যায়। এতে কৃষকরা বাধা দিলে বিএসএফ'র সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। বিএসএফ'র সদস্যরা ওয়ারলেসের মাধ্যমে বিএসএফ ক্যাম্পে খবর পাঠালে কয়েক মিনিটের মধ্যে ২০/৩০ জন বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে এলোপাথারী গুলি ছুঁড়ে এবং কয়েকটি বাড়ি ও বৈদ্যুতিক মিটার ভাঙচুর করে। বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে শাহাজাহান মিয়া (৫৮), রাসেল মিয়া (২২), নানু মিয়া (৫০) ও ফারুক মিয়া (২২) গুলিবিদ্ধ হন।[৯৩]

৭১. গত ২৯ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার রত্নাই সীমান্তের ৩৮২/৫ আর সাব পিলারের কাছে সাইদুল ইসলাম নামে একজন গরু ব্যবসায়ী ও তার কয়েকজন সঙ্গী গরু কিনতে গেলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সোনামতি ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। এই ঘটনায় সাইদুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন। পরে সাইদুল ইসলামের মৃতদেহ নাগর নদীর পাড় থেকে উদ্ধার করা হয়।[৯৪]

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৭২. গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কৌঁশুলীরা মিয়ানমারের মুসলিম রোহিঙ্গাদের হত্যা, যৌন নির্যাতন এবং জোরপূর্বক বিতাড়নের অভিযোগে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছেন। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী

[৯২] যুগান্তর, ২ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/76345/
[৯৩] মানবজমিন, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=136796&cat=9/
[৯৪] নয়াদিগন্ত ১ অক্টোবর ২০১৮/ অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁও এর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

যে অভিযান চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রথম পদক্ষেপ এটা। গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিচারকরা তাঁদের মতামত জানান যে, যদিও মিয়ানমার আইসিসির সদস্য দেশ নয়, তারপরেও ঘটনার এক অংশ যেহেতু বাংলাদেশে ঘটেছে এবং বাংলাদেশ যেহেতু আইসিসির সদস্য সেহেতু আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বিচারকার্য চালাতে পারবে। আইসিসির চিফ প্রসিকিউটর ফাতৌ বেনসৌদা এক বিবৃতিতে বলেছেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই প্রক্রিয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ শুরু করবো এবং পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করবো"।[৯৫]

৭৩. এদিকে জাতিসঙ্ঘের মিয়ানমার বিষয়ক স্বাধীন আন্তর্জাতিক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন জানিয়েছে, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমার সেনাবাহিনী গণহত্যা চালাতে চেয়েছিল, কেননা মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা মুসলমানরা ছিল 'সুরক্ষিত জনগোষ্ঠী'। কিন্তু তাদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনী হত্যা, শারীরিক অথবা মানসিক নিপীড়নসহ নিষিদ্ধ ঘোষিত সব ধরনের অপরাধ সংঘটিত করেছে। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের সদস্যরা জাতিসঙ্ঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মিয়ানমারের সেনাপ্রধান এবং সিনিয়র পাঁচ জেনারেলকে বিচারের মুখোমুখি করার সুপারিশ করা হয়েছে।[৯৬]

৭৪. এমনকি সেপ্টেম্বর মাসেও রাখাইন থেকে অবশিষ্ট রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছেন। দুঃখজনক বিষয় এই যে বিজিবি তাঁদের বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়নি। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ভোরে দুটি নৌকায় করে প্রায় ২০ জন রোহিঙ্গা টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা চালান। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন নারী ও শিশু। টেকনাফ ২ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক মেজর শরীফুল ইসলাম জমাদ্দার বলেন, 'একটি নৌকায় করে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা নাফ নদ পেড়িয়ে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে শাহপরীর দ্বীপের ঘোলার চর এলাকায় তাঁদের প্রতিহত করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।[৯৭]

[৯৫] বিবিসি, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.bbc.com/bengali/news-45570093

[৯৬] ওয়াসিংটনপোস্ট, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.washingtonpost.com/world/un-report-calls-for-myanmar-generals-to-be-investigated-prosecuted-for-genocide-and-war-crimes/2018/08/27/fbf280a6-a9b5-11e8-8f4b-aee063e14538_story.html?noredirect=on&utm_term=.ef2df75e9364

[৯৭] সমকাল, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ http://samakal.com/whole-country/article/1809845/

সুপারিশ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশন থেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে।

২. নিরাপদ, সড়ক কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও বিরোধীদলের ওপর পুলিশ এবং সরকারিদলের দমনপীড়ন বন্ধ করতে হবে। আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন, তাঁদের সকলকে মুক্তি দিতে হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। পুলিশের সঙ্গে মিলে যারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালিয়েছে তাদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সরকারকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার করতে হবে। এছাড়া নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং কোটা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত গ্রেফতারকৃত সবার মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের মুক্তি দিতে হবে।

৪. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিকদল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়রানি ও গ্রেফতার অভিযান বন্ধ করতে হবে এবং অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা তুলে নিতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৬. সরকারকে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে অথবা অন্য যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। নারীদের রিমান্ডে নিয়ে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানোর যে অভিযোগ আছে তা বন্ধ করতে হবে।

৭. সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৮. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৯. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানসহ সকল সংবাদ কর্মীদের ওপর আক্রমণকারীদের গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে।

১০. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে কারখানাগুলোয় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে।

১১. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। ধর্ষনকারীসহ নারীদের ওপর সহিংসতাকারীদের বিষয়ে পুলিশের সালিশ করা বন্ধ করতে হবে। বরং নারীর বিচার প্রাপ্তির জন্য পুলিশকে সঠিক তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে। সরকারদলীয় দুর্বৃত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২. ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা, নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৩. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি

জানাচ্ছে। এছাড়া জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ারও আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে আহ্বান জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ানমার সরকার, সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত যে বিষয়টি আমলে এনেছে এইজন্য *অধিকার* অভিনন্দন জানাচ্ছে। *অধিকার* আইসিসির কাছে দ্রুত বিচারের দাবি জানাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছে।

১৪. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করার ব্যাপারে দাবী জানাচ্ছে।